উন্নয়নমূলক কার্যক্রম ও অর্জিত সাফল্যের তুলনামূলক বিবরণী ঃ

ক্রঃ	বিষয়	২০০৬	২০০৯	২০১৭	জুন,২০১৮ পর্যন্ত
১	অফিস	৪১	৪১	৯৭	৯৭
২	জনবল	১২৮৩	১২৮৩	১৭০৬	১৭১২
৩	যানবাহন	৫০	৫০	৫১	১০৮
৪	প্রশিক্ষণ	০০	০০	৫২৯	৮৯৬
৫	অভিযান	২৪৬৯১	৩২২৯০	৩৯৫৮৫	২৩০৫৪
৬	সভা-সমাবেশ	২১৪৫	৬৪৮৬	৭২৬১	৫০০৩
৭	নিরাময় কেন্দ্র	০১	৪২	২০০	২৩৯
৮	শয্যা সংখ্যা	১০	৫৫০	২৪৯৫	২৯৫৫
৯	চিকিৎসাপ্রাপ্ত রোগী	৬৫	৯১২৩	২৫৩৫৪	১৩৯৬০
১০	ইকো প্রশিক্ষণ	০০	০০	৩৩৫	২১২

আইন প্রণয়ন ঃ

- **ইয়াবাকে মাদকদ্রব্যের তফসিলভুক্ত করে শাস্তির পরিমাণ বৃদ্ধিপূর্বক মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন ২০১৮ এর খসড়া মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে।**

  (১) ইয়াবা ব্যবসার জন্য সর্বোচ্চ শাস্তি মৃত্যুদণ্ডের বিধান রাখা হয়েছে।

  (২) তাৎক্ষণিক বিচার নিশ্চিতকরণে সকল ধরণের মাদক অপরাধের ক্ষেত্রে ভ্রাম্যমাণ আদালতের আওতা সম্প্রসারণ করার প্রস্তাব করা হয়েছে।

  (৩) মাদকাসক্ত সনাক্তের জন্য ডোপ টেস্টের বিধান রাখা হয়েছে।

  (৪) মাদক ব্যবসায় অর্থলগ্নীকারী ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে এই আইনের আওতায় মৃত্যুদণ্ড প্রদানের প্রস্তাব রাখা হয়েছে।

  (৫) নতুন করে আবির্ভূত কোন মাদকদ্রব্যকে আইনের আওতায় মাদক হিসেবে ঘোষণার জন্য মহাপরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরকে ক্ষমতা দেয়ার প্রস্তাব করা হয়েছে।

  (৬) শিশা মানবদেহের জন্য ক্ষতিকারক বিধায় একে মাদকদ্রব্যের তালিকাভুক্ত করা হয়েছে।

নবনির্মিত প্রধান কার্যালয় ভবন

মরণ নেশা ইয়াবার ক্ষতিকর প্রভাব

'Yaba' (ইয়াবা) শব্দটি দুটি থাই শব্দ Yar ও bah থেকে এসেছে। এর অর্থ হলো Crazy Medicine বা উত্তেজক ঔষধ। উত্তেজক মাদক Amphetamine এর অ্যানালগ Methamphetamine এর সঙ্গে আরো কতিপয় যৌগ এর সংমিশ্রণ ঘটিয়ে ইয়াবা তৈরি করা হয়। ইয়াবা একটি শক্তিশালী উচ্চমাত্রার উত্তেজক মাদকদ্রব্য। ইয়াবার মূল উপাদান মস্তিস্ক কোষের উত্তেজনা অস্বাভাবিকভাবে বাড়িয়ে দেয় এবং Mood ও Body movement মারাত্মকভাবে বেড়ে যায়। এর মাধ্যমে Neuro-toxic effect তৈরি হয়ে মস্তিস্ক কোষ ধ্বংস হয়। ইয়াবা মস্তিস্কের রক্তবাহী সূক্ষ্ম নালীগুলোকে ধ্বংস করে ব্রেইনস্ট্রোক ঘটাতে পারে। দীর্ঘদিন ইয়াবা ব্যবহারের ফলে আরও যেসব বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় সেগুলো হলো, পারকিনসন রোগ, শরীরে অতিমাত্রায় শিহরণ ও কম্পন, দৃষ্টিবিভ্রম, নানা রকম মনস্তাত্ত্বিক বিকৃতি, তীব্র হতভম্বতা, মানসিক বিভ্রম, স্থায়ী অনিদ্রা, অসহিষ্ণুতা, উন্মত্ততা, মারমুখী ও ধ্বংসাত্মক আচরণ, উদ্বেগ, দুশ্চিন্তা, খিঁচুনি, অসহায়বোধ, স্মৃতিভ্রম ও স্মৃতিভ্রষ্টতা, Hypertension, মস্তিস্কের রক্তবাহী ক্ষুদ্র নালীর ক্ষতি, মানবদেহের আকৃতির ৭০%-৮০% সামগ্রিক বৃদ্ধি বাধাগ্রস্থ ও উচ্চতা হ্রাস ইত্যাদি।

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর
সুরক্ষা সেবা বিভাগ
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

৪৪১, তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা-১২০৮
ফোন ঃ ০২-৮৮৭০০১২, ফ্যাক্স ঃ ০২-৮৮৭০০১০
ই-মেইল ঃ dgdncbd@gmail.com ওয়েবসাইট ঃ www.dnc.gov.bd

উন্নয়নের অভিযাত্রায় অদম্য বাংলাদেশ

৪র্থ জাতীয় উন্নয়ন মেলা

অক্টোবর ২০১৮

"যে-ই গডফাদার থাকুক
সে কে, যে বাহিনীতেই থাকুক
কাউকে কিন্তু ছাড়া হচ্ছে না
এবং ছাড়া হবে না।"

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর
সুরক্ষা সেবা বিভাগ
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

পটভূমি ঃ

স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০৪১ সালে বাংলাদেশকে একটি উন্নত দেশে রূপান্তরের স্বপ্ন রচনা করেছেন। মাদকমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠা উন্নত দেশের একটি অন্যতম নির্ণায়ক। অবৈধ মাদকের ছোবল থেকে দেশ ও জাতিকে রক্ষা করার লক্ষ্যে মাদক অপরাধীদের বিরুদ্ধে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী 'জিরো টলারেন্স' ঘোষণা করেছেন। ইতোমধ্যে একটি Action Plan মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে এবং তা বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর মাদক নিয়ন্ত্রণে এদেশে নোডাল এজেন্সি হিসেবে কাজ করছে। ২ জানুয়ারি ১৯৯০ সনে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ১৯৯০ প্রণীত হয় এবং নারকোটিকস্ এন্ড লিকার পরিদপ্তরের স্থলে রাষ্ট্রপতি সচিবালয়ের অধীনে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর প্রতিষ্ঠা করা হয়। পরবর্তীতে ১৯৯১ সনের ৯ সেপ্টেম্বর অধিদপ্তরকে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অধীনে ন্যস্ত করা হয় এবং ২০১৭ সনে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সুরক্ষা সেবা বিভাগের অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

ভিশন ঃ মাদকাসক্তিমুক্ত বাংলাদেশ গড়া।

মিশন ঃ দেশে মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার ও অবৈধ পাচাররোধে এনফোর্সমেন্ট ও আইনি কার্যক্রম জোরদার, মাদকবিরোধী গণসচেতনতা সৃষ্টি এবং মাদকাসক্তদের চিকিৎসা ও পুনর্বাসন নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে পর্যায়ক্রমে দেশে মাদকের অপব্যবহার কমিয়ে আনা।

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর তিনটি লক্ষ্য অর্জনে কাজ করে ঃ

(ক) সরবরাহ হ্রাস (Supply Reduction)

(খ) চাহিদা হ্রাস (Demand Reduction)

(গ) ক্ষতি হ্রাস (Harm Reduction)

প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো ঃ

- ২০০৯ সালে ৪১টি অফিস ছিল। বর্তমানে ৯৭টি অফিসের মাধ্যমে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের কাজ পরিচালিত হচ্ছে।
- অর্গানোগ্রাম পুনর্গঠনপূর্বক ১৭০৬ জনবলের স্থলে ৪০৪০ জনবলের প্রস্তাব জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় সুপারিশ করেছে।
- ইয়াবা পাচার রোধে টেকনাফে উপপরিচালকের পদ সৃষ্টি করে বিশেষ জোন স্থাপনের প্রস্তাব জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় সুপারিশ করেছে।
- প্রতিটি জেলায় সহকারী পরিচালকের স্থলে উপপরিচালকের পদ সৃজনের প্রস্তাব করা হয়েছে।
- নিয়মিত ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনার জন্য নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট এর পদ সৃজনের প্রস্তাব করা হয়েছে।
- ঢাকা মেট্রো এলাকায় ১টি অফিসের স্থলে ২টি অফিস ও চট্টগ্রাম মেট্রো এলাকায় ১টি অফিসের স্থলে ২টি অফিস স্থাপনের প্রস্তাব জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় সুপারিশ করেছে।

উদ্বুদ্ধকরণ কর্মসূচি ঃ

- শুধুমাত্র জানুয়ারি-জুন, ২০১৮ সময় পর্যন্ত সারাদেশে ২৩৯২টি মাদকবিরোধী সভা-সেমিনার, ৩২৬৮টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আলোচনা সভা এবং ৮৪২টি স্থানে মাদকবিরোধী ফিলার প্রচার করা হয়েছে।
- ৩২,০৫৭টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে এ পর্যন্ত ২৭,১৯১টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মাদকবিরোধী কমিটি গঠন করা হয়েছে।
- ইসলামিক ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে সকল মসজিদে মাদকবিরোধী খুৎবা বয়ানের ব্যবস্থা করা হয়েছে।
- বিটিভির সাথে এমওইউ এর মাধ্যমে ১০টি টকশো, ২টি টিভি ফিলার, ২টি নাটিকা ও ৩টি প্রামাণ্যচিত্র নির্মাণ করা হয়েছে।
- মাননীয় তথ্য প্রতিমন্ত্রী'র সভাপতিত্বে ২৮ জানুয়ারি, ২০১৮ তারিখ সকল প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার প্রতিনিধির সাথে তথ্য মন্ত্রণালয় ও সুরক্ষা সেবা বিভাগের যৌথ সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভার সিদ্ধান্তমতে ১ মার্চ, ২০১৮ তারিখে সকল ইলেকট্রনিক মিডিয়াতে একযোগে মাদকবিরোধী শ্লোগান প্রচারিত হয়েছে।
- শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মাদকবিরোধী কমিটির কার্যক্রম জোরদার করার জন্য মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের সাথে দ্বিপাক্ষিক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।
- পাইলট কার্যক্রম হিসাবে প্রতিটি বিভাগের একটি উপজেলা মাদকমুক্ত ঘোষণা করার জন্য কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে।

অপারেশনাল কার্যক্রম ঃ

- ঢাকায় ১টি এবং টেকনাফের জন্য ১টি বিশেষ টাস্কফোর্স গঠন করা হয়েছে।
- পাক্ষিক ভিত্তিতে সুরক্ষা সেবা বিভাগে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের ৭২টি অপারেশনাল ইউনিটের কার্যক্রম নিয়মিত মনিটর করা হচ্ছে।
- আকস্মিক অভিযান পরিচালনার জন্য কেন্দ্রীয় পর্যায়ে টাস্কফোর্স কাজ করছে।
- ইয়াবার অনুপ্রবেশ রোধে টেকনাফে স্পেশাল টাস্কফোর্স নিয়মিত অভিযান পরিচালনা করছে।
- মাদক নিয়ন্ত্রণে মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রী'র কার্যালয়ের নেতৃত্বে স্ট্র্যাটেজিক কমিটি কাজ করছে।
- সচিব, সুরক্ষা সেবা বিভাগের নেতৃত্বে সকল আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী এবং গোয়েন্দা বাহিনীর প্রধানদের সমন্বয়ে এনফোর্সমেন্ট কমিটি কাজ করছে।
- ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনার জন্য ঢাকায় ২জন নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট নিয়োগ করা হয়েছে।
- মাদক অপরাধ সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহের জন্য হটলাইন সেবা চালু করা হয়েছে। হটলাইন নম্বরঃ ০১৭০৮-৯০৪৪৫৪ ও ০২-৮৮৭০০১২।

মাদকাসক্ত ব্যক্তিদের চিকিৎসা ও পুনর্বাসন ঃ

- কেন্দ্রীয় মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রের শয্যা সংখ্যা ৫০ থেকে ১০০ তে উন্নীত করা হয়েছে।
- ৩টি বিভাগীয় নিরাময় কেন্দ্রের শয্যা সংখ্যা ৫ থেকে ২৫ এ উন্নীত করার কার্যক্রম চলছে।
- গত এক বৎসরে লাইসেন্সপ্রাপ্ত বেসরকারি নিরাময় কেন্দ্রের সংখ্যা ১৮২টি হতে ২৬৫তে উন্নীত করা হয়েছে।
- স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের সাথে সুরক্ষা সেবা বিভাগের সভার মাধ্যমে বেসরকারি নিরাময় কেন্দ্রসমূহ তদারকিতে স্থানীয় সিভিল সার্জন এবং উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তাকে সম্পৃক্ত করা হয়েছে।
- বেসরকারি নিরাময় কেন্দ্রের চিকিৎসা সেবা উন্নয়নের জন্য সংশ্লিষ্ট কেন্দ্রের প্রতিনিধিদের সাথে সচিব, সুরক্ষা সেবা বিভাগের মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ ঃ

সমাপ্ত প্রকল্প:

- ২৩৭৬.৫৪ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ঢাকার সেগুনবাগিচায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়ের ৯ (নয়) তলা ভবন নির্মাণ করা হয়েছে।
- ৩৪৭৬.৫৪ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ৫টি বিভাগীয় শহরে (ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, বরিশাল ও সিলেট) মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের আঞ্চলিক কার্যালয় নির্মাণ করা হয়েছে।

চলমান প্রকল্প ঃ

- Illicit Drug Eradication and Advanced Management through IT (I DREAM it)

পরিকল্পনাধীন প্রকল্প ঃ

- ৭টি বিভাগীয় শহরে ২০০ শয্যার সরকারি মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পুনর্বাসন কেন্দ্র স্থাপনের প্রকল্প প্রস্তাব তৈরি করা হয়েছে।
- মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট স্থাপনের জন্য প্রকল্প প্রস্তাবের উপর যাচাই বাছাই কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।
- মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের জন্য খুলনা, রংপুর এবং ময়মনসিংহে বিভাগীয় অফিস ভবন নির্মাণ প্রকল্প পরিকল্পনা কমিশনে প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।
- ৪১টি জেলায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের জেলা অফিস ভবন নির্মাণ প্রকল্প ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে এডিপিতে বরাদ্দবিহীনভাবে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। প্রকল্প প্রস্তাব তৈরির কাজ প্রক্রিয়াধীন আছে।
- ৪টি বিভাগীয় শহরে রাসায়নিক পরীক্ষাগার নির্মাণ প্রকল্প প্রস্তাব অনুমোদনের জন্য পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে।